সংবাদ

তারিখ 05 JAN 2014
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

নওগাঁর দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকা দিলেই মেলে সার্টিফিকেট

বিপাকে ১৯ সার্টিফিকেটধারী

এম আর রুকি, নওগাঁ

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের নওগাঁ আউটার ক্যাম্পাসে চলছে সার্টিফিকেট বিক্রির ব্যবসা। টাকা দিলেই এখানে পাওয়া যায় আইনসহ বিভিন্ন বিভাগের সার্টিফিকেট। এবার নওগাঁ ক্যাম্পাস থেকে আইন বিষয়ে সনদ নিয়ে আইন পেশায় অন্তর্ভুক্তির পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি ১৯ জন। আর এ নিয়ে হতাশা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে বঞ্চিতদের মধ্যে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, একটি ক্যাম্পাসের প্রধান নওগাঁ বার সমিতির সিনিয়র আইনজীবী। এখানে কোন ক্লাস করতে হয় না, ভর্তি হওয়ারও প্রয়োজন নেই, শুধু টাকা দিলেই সব পাওয়া যায়। আর এভাবেই এখান থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে অনেকেই বড় বড় ডিগ্রি দেখিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাকরি।

বার সমিতি ও বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, গত ৬ সেপ্টেম্বর অন্তর্ভুক্তির পরীক্ষা দিতে গিয়ে ফিরে এসেছে নওগাঁ বারের ১৯ জন। পরীক্ষার ফরম ফিলাপ করেও এদের ভাগ্যে জোটেনি প্রবেশপত্র। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এদের প্রবেশপত্র ইস্যু করেনি। এ নিয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে চরম হতাশা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। আন্দোলন সংগ্রাম করেও তারা শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আগামীতেও ভাগ্যে কী আছে তা নিয়ে চিন্তিত এরা। এদিকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত না করেই নওগাঁয় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটি। শুধু ব্যবসায়িক দিক মাথায় রেখে নওগাঁ শহরে দুটি অবৈধ ক্যাম্পাসও খুলেছে। এ ধরনের অবৈধ ক্যাম্পাস গড়ে উঠেছে সনদ-বাণিজ্য আর ব্যবসায়িক সাফল্যের কারণে। আর সনদ-বাণিজ্য করে এর হোতারা লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিলেও এসব ক্যাম্পাস থেকে প্রাপ্ত সনদ শিক্ষার্থীদের গলার কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এ সনদ নিয়ে চাকরি থেকে শুরু করে আরও নানা ক্ষেত্রে বিপাকে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা। সম্প্রতি দারুল ইহসান নওগাঁ ক্যাম্পাস থেকে আইন বিষয়ে সনদ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা। পরীক্ষায় অংশ নিতে না পেরে ঢাকা বার কাউন্সিল থেকে ফিরে আসা শিক্ষার্থীরা আইনজীবীদের মুখোমুখি না পড়ার জন্য একজন ক্যাম্পাস প্রধান লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালাচ্ছেন পরিস্থিতি ম্যানেজের। এর পরও বন্ধ নেই ভর্তির কার্যক্রম। এমনকি স্থানীয় ডিস ক্যাবল লাইনে মনভুলানো বিজ্ঞাপন দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে ভর্তি বাণিজ্য। অভিযোগ অনুযায়ী দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে নওগাঁর দুটি ক্যাম্পাসে আইনসহ বিভিন্ন বিভাগে শুধু ভর্তি হলেই টাকা দিয়ে পাস করা সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। এ সুযোগে অনেকেই মোটা অংকের টাকা দিয়ে সার্টিফিকেট নিয়ে বিভিন্ন বিভাগে চাকরি করছেন বলে জানা গেছে। তবে সব জেনেও রহস্যজনক কারণে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে নওগাঁর জেলা প্রশাসন। এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসনসহ কোন কর্তৃপক্ষ কথা বলতে রাজি হননি। এ বিষয়ে নওগাঁ জেলা আডভোকেট বার অ্যাসোসিয়েশন সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক বলেন, এবার দারুল ইহসান নওগাঁর ক্যাম্পাসে ১৯ জন আইন বিষয়ে সনদ নিয়ে আইন পেশায় অন্তর্ভুক্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। তবে পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি এরকমই সনদ নিয়ে বার কাউন্সিলে পরীক্ষার সুযোগ না পেয়ে উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে সারা দেশের কয়েক হাজার শিক্ষার্থী।